প্রাথমিক চিকিৎসা

শ্রীশিশিরকুমার চক্রবর্তী

প্রাথমিক চিকিৎসা

[ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৮ সালে লোকরঞ্জন সাহিত্যে পাঁচশত টাকা পুরস্কৃত]

শ্রীশিশিরকুমার চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬০
দাম : ১·২৫ নয়া পয়সা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৮, সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে

কেউ জলে ডুবে গেলে, কি আগুনে পুড়ে গেলে, তুমি কি কি করবে? ধর, তুমি ডাক্তার ডাকতে পাঠালে। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না। ডাক্তারবাবু অন্য গাঁয়ে রোগী দেখতে গেছেন। তিনি দেরি করে এলেন, রোগীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু রোগীকে বাঁচাতে পারলেন না। রোগী মরে গেল।

অথচ এইরকম দুর্ঘটনা ঘটলে কি করতে হয়, তা তোমার জানা থাকলে রোগীটি হয়ত মরে যেত না। কাজেই এই সব দুর্ঘটনা ঘটলে, ডাক্তার আসার আগেই কি কি করতে হবে, তা সকলেরই জানা দরকার। ডাক্তার আসার আগেই যেটুকু কাজ করতে হয়, তারই নাম প্রাথমিক চিকিৎসা। যিনি প্রাথমিক চিকিৎসা করেন, তাঁকে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসক বলি। কয়েকটি দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা এখানে বলা হল।

জলে ডোবা

সেদিন মাধব জলে ডুবে গিয়েছিল। মহেশ একজন প্রাথমিক চিকিৎসক। মহেশ মাধবকে জল থেকে তুলে নিয়ে

এল। জল থেকে তুলে আনবার সময় মাধবের মাথাটি নীচের দিকে ছিল।

তাই মাধবের নাক-মুখ দিয়ে খানিকটা জল বেরিয়ে এল। তারপর মহেশ মাধবের পা দুটি ধরে মাথার উপরে বন্‌বন্ করে



জলে ডোবা লোককে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে তুলে আনা হচ্ছে

ঘোরাতে লাগল। মাধব ছোট ছেলে ত! তাই মহেশ এরকম করে ঘোরাতে পেরেছিল। মাধবের বয়স বেশী হলে এভাবে ঘোরাতে পারা যেত না। এই রকম করে ঘোরানর পর মহেশ তাকে পুকুরের পাড়েই উপুড় করে শুইয়ে দিল। উপুড় করে

শোয়ানর সময় মহেশ মাধবের মাথাটি একপাশে কাত করে দিয়েছিল। আর, মহেশের দুটি হাত মাথার দুপাশে, ঠিক ছবিতে যেমন আছে, তেমনি করে ছড়িয়ে রেখেছিল।



জল থেকে তুলে এনে এইভাবে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হয়

একজন লোক মাধবের বাড়ীতে খবর দিতে গিয়েছিল। খবর পেয়ে মাধবের বাবা, মা, পাড়ার সব লোক পুকুরপাড়ে ছুটে এল। মাধবের বাবা-মা ত হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। সবাই মিলে খুব হৈ চৈ করতে লাগল। মহেশ বলল, তোমরা সবাই মিলে হৈ চৈ করছ কেন ? ভিড় ছেড়ে দাও। আর, কেউ গিয়ে ডাক্তার ডেকে আন। কেউ কেউ বলল, আর ডাক্তার ডেকে কি হবে ? ও কি আর বেঁচে আছে ! ও মরে গেছে !

মহেশ কিন্তু লোকের কথায় কান দিল না। তাদের আর দোষ কি ? তারা ত প্রাথমিক চিকিৎসা করতে জানে না। তারা ত জানে না যে, কখনও কখনও রোগীকে মরার মত

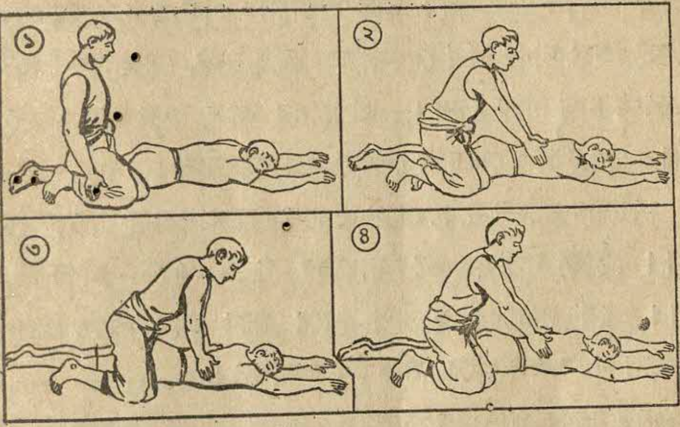
দেখালেও সে মরে যায় না। মাধব ত মরে যায় নাই, জলে ডুবে গিয়েছিল বলে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কি করতে হয়, মহেশ সেটা জানত। প্রথমেই সে মাধবের গায়ের জামা-প্যান্ট আলগা করে দিল। তার নাক-মুখের জল-কাদা যতটা পারল মুছে দিল। তার দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে একটুকরা কাঠ গুঁজে দিল। তারপর মহেশ মাধবের একপাশে বসে, কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে লাগল।

মহেশ কেমন করে মাধবের পাশে বসে ছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাবার জন্য সে কি করেছিল, তা আমি একটি একটি করে বলছি। পরের পৃষ্ঠায় ছবিগুলি দেখলে সেটি আরও ভাল করে বোঝা যাবে।

(১) সে মাধবের দিকে মুখ করে একপাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

(২) তারপর সে মাধবের নীচেকার পাঁজরগুলির উপর তার হাত দুটি রাখল। সে তার হাতের কব্জিদুটো ঠিক মাধবের কোমরের উপর রাখল। হাতের কব্জিদুটি প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে থাকল। বুড়ো আঙ্গুল দুটিকে সে যতটা পারল কাছাকাছি রাখল। অন্য আঙ্গুলগুলি নীচেকার পাঁজরগুলির উপর রাখল। এই আঙ্গুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে ছিল। আর,

আঙ্গুলগুলির ডগাও, যতটা পারা যায়, গায়ে গায়ে লাগানো ও মাটির দিকে ছিল।



এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হয়

(৩) তারপর মহেশ হাঁটু গেড়ে বসে, দেহটা একটু বেঁকিয়ে, আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু তার কোমর একটুও নুয়ে পড়ে নাই। তার হাতদুটো সোজা ছিল, মানে, কনুই দুটি একটুও বেঁকে নাই। এইরকম করে সে দুই সেকেণ্ড চাপ দিয়েছিল।

(৪) তারপর সে আস্তে আস্তে পিছনে হেলে, আগে যে ভাবে বসেছিল, সেইভাবে বসল। কিন্তু মাধবের কোমরের উপর থেকে হাত তুলে নেয় নাই। তবে সে হাত দুটি খুব আলগা ভাবেই কোমরের উপর রেখেছিল। তিন সেকেণ্ড

পরে সে আবার চাপ দিল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টার ফলে খানিক পরেই মাধবের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সুরু হল। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মাধব চাপ দেওয়া বন্ধ করে নাই, সে আরও কিছুক্ষণ ঐ ভাবে চাপ দিয়ে গেল। প্রশ্বাসের কাজ সুরু হল। কাজ ভাল ভাবে চললে সে চাপ দেওয়া বন্ধ করেছিল।

এইবার মহেশ মাধবের গা থেকে ভিজে জামা-কাপড় খুলে নিল। ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে মাধবের গায়ে একটা চাদর দিয়ে দিল। সে মাধবের হাত-পা ঘষে ঘষে গরম করতে লাগল। বোতলে গরম জল পুরে সেঁক দিতে লাগল।

এই ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করায় মাধব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। এমন সময় ডাক্তার বাবু এসে গেলেন। তিনি রোগীর অবস্থা দেখে খুব খুশী হলেন। ডাক্তার বাবুর কথামত মাধবকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। সবাই বলল, মহেশই আজ মাধবকে বাঁচিয়েছে। মাধবের বাবা ত আনন্দে মহেশকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মহেশ কেমন করে মাধবের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিল, শুনলে ত? এখন কেউ জলে ডুবে গেলে তুমিও তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে।

সাপে কামড়ান

কেউ জলে ডুবে গেলে তুমি তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে। কিন্তু কাউকে সাপে কামড়ালে তুমি তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে না। বছর বছর আমাদের দেশের অনেক লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। অথচ ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারলে, এইসব লোককে বাঁচান যেতে পারে। সাপে কামড়ানর প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন করে করতে হয়, তা তোমার জানা দরকার। তাহলে তুমিও অনেক লোককে বাঁচাতে পারবে।

মোটামুটি দুই জাতের সাপ আছে। বিষধর সাপ ও বিষহীন সাপ। যে সব সাপ কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ ঢালে, তাদের আমরা বিষধর সাপ বলি। যে সব সাপের বিষ নাই, তাদের বিষহীন সাপ বলা হয়। বিষধর সাপের মুখের উপর-পাটিতে বড় বড় দুটি বিষদাঁত আছে। আর ঐ দাঁত দুটির গোড়ায় আছে বিষের থলি। বিষধর সাপ কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দাঁত দুটির ভিতর দিয়ে মানুষের শরীরে বিষ ঢালে। সেই বিষ রক্তে মিশে যায়। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী মরে যায়। তাই কাউকে সাপে কামড়ালে, তার চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়।

আমি একটি নাটিকা লিখেছি। নাটিকাটিতে সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। নাটিকাটি আমি

পড়ছি, তুমি শোন। তুমিও তাহলে সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে।

'শিখে রাখা ভাল'

যহু। প্রণাম, দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কে, যহু? আয়, আয়। বস। তোর যে কাল আসবার কথা ছিল?

যহু। কাল আসতে পারি নাই গো দাদাঠাকুর। পরশু আমার মেজশালাটি মারা গেল। কাল আর কি করে আসি বল?

দাদাঠাকুর। আহা-হা! কি হয়েছিল রে?

যহু। কালে খেয়েছিল গো দাদাঠাকুর, কালে খেয়েছিল। ইয়া বড় এক গোখরো সাপ কামড়েছিল, মশায়! (কাঁদ-কাঁদ হয়ে) আশপাশের কত গুণী রোজা এল, কেউ আমার মথুরকে বাঁচাতে পারল না!

দাদাঠাকুর। আহা-হা! তা হাঁরে গাঁয়ে ডাক্তার ছিল না? ডাক্তার ডাকিস নাই! রোজায় কি কখনো ঝাড়ফুঁক করে মানুষের দেহ থেকে সাপের বিষ নামাতে পারে? এই রোজা-গুলোই ঝাড়-ফুঁক করে মানুষকে মেরে ফেলে!

যহু। কি জানি, দাদাঠাকুর। সবাই ত বলে, রোজার মন্ত্রের চোটে সাপের বিষ নেমে যায়। তাই ত আমার শ্বশুর রোজা ডাকল। তা, রোজা ডাকা ছাড়া আর কি করবে বল? গাঁয়ে

ডাক্তার নাই। চারখানা গাঁ পেরিয়ে চার ক্রোশ দূরে ডাক্তারখানা। ওরা ত ডাক্তারবাবুকে ডাক দিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না।

দাদাঠাকুর। তাহলে মথুরকে হাসপাতালে পাঠালি না কেন?

যদু। আমি বলেছিলাম, দাদাঠাকুর। কিন্তু শ্বশুর মশাই রাজী হলেন না। বললেন, মা মনসার কাছে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছি। রোজা ডাক। তারাই মা মনসাকে শান্ত করে বিষ নামাবে।

দাদাঠাকুর। তাহলে ত মরবেই বাপু! হুঃ! রোজায় আবার সাপের বিষ নামাবে! হাসপাতালে নিয়ে গেলে দেখতিস, মা মনসার রাগ ইনজেক্‌শনের ঠেলায় হুড়-হুড় করে কমে আসত। তোর শালা মরত না। তা হাঁরে যদু, সাপে কামড়েছিল কোথায়?

যদু। ডান পায়ের পাতায়, দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। বাঁধন দিয়েছিলি?

যদু। দিয়েছিল একটা, হাঁটুর একটু নীচে।

দাদাঠাকুর। দূর বোকা। হাঁটুর নীচে বাঁধন দিলে কিছুই হয় না। ওরকম বাঁধন দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা-ই। দাবনায় বাঁধন দেওয়া উচিত ছিল।

যদু। তা ত আর জানি না, দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। জানবি কি করে? কতবার তোকে বলেছি—

ওরে যদু, প্রাথমিক চিকিৎসা করতে শেখ। তা তোদের ত আর এসব শেখবার ইচ্ছা নাই।

যদু। না, দাদাঠাকুর। আমি শিখব। তুমি আমাকে শেখাও। সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করতে জানলে আমার মেজ শালা হয়ত মরত না। তুমি আজ থেকেই আমাকে শেখাও দাদাঠাকুর।



পায়ে সাপে কামড়েছে ঃ তাই শক্ত করে পায়ে 'তাগা' বাঁধা হচ্ছে

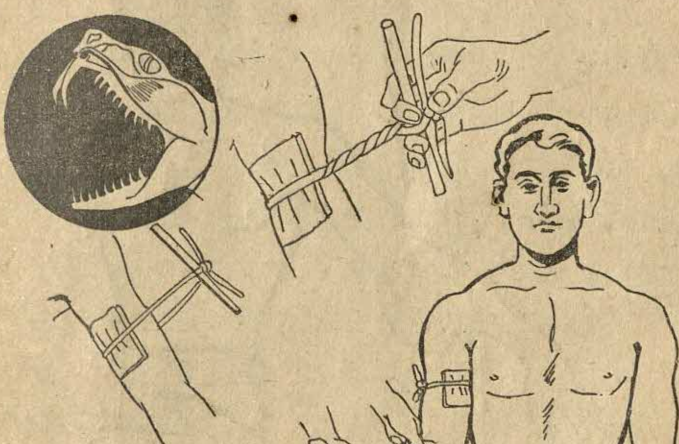
দাদাঠাকুর। তাহলে সাপে কামড়ানর প্রাথমিক চিকিৎসার কথাই বলি।

দাদাঠাকুর। শোন্। দু'রকম সাপ আছে। বিষধর আর বিষ-হীন। বিষধর সাপ কামড়ালে পাশাপাশি দু'টি দাঁতের দাগ পড়ে।

যদু। সাপটি বিষধর কি বিষহীন, তা কি দাঁতের দাগ দেখে বোঝা যায় ?

দাদাঠাকুর। না, সব সময়ে বোঝা যায় না। শুধু তুমি আমি কেন, ডাক্তারবাবুরাও সব সময় বুঝতে পারেন না। তাই যে সাপই কামড়াক, তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা করা দরকার।

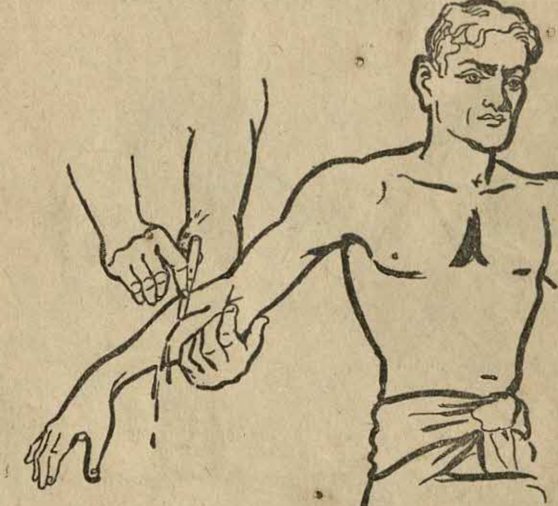
যদু। প্রথমে কি করতে হবে, দাদাঠাকুর ?



বিষধর সাপের দাঁত : এই সাপ হাতে কামড়ালে এইভাবে পর পর শক্ত বাঁধন দিতে হয়

দাদাঠাকুর। কাউকে সাপে কামড়ালে প্রথমেই রবারের নল, কিংবা সুতলী দড়ি, বা কাপড়ের পাড় দিয়ে বেশ শক্ত করে পর পর তিনটি বাঁধন দিতে হবে। একে 'তাগা' বাঁধা বলে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে পাঠাতে হবে। বাঁধনগুলি ছ'ইঞ্চি পর পর দিতে হবে। হাতে কামড়ালে উপর-হাতে আর পায়ে কামড়ালে দাবনায় বাঁধন দিতে হবে। হাতে কিংবা পায়ে একটা রুমাল জড়িয়ে নিয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই দড়ির ভিতর এক টুকরা কাঠ কি পেন্সিল ঢুকিয়ে ঘোরাতে পারলে ভাল হয়।



সাপের কামড়ের জায়গা ধারাল ছুরি দিয়ে চিরে রক্ত বের করে দেওয়া হচ্ছে

২০ মিনিট পর পর বাঁধনগুলি একটু আলগা করে আবার জোরে বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে রক্তচলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে ক্ষতি হতে পারে।

যদু। তারপর ?

দাদাঠাকুর। কামড়ানো জায়গা, মানে ক্ষতস্থানটি ধারাল ছুরি বা ব্লেড দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দিতে হবে। চেরাগুলি আধ ইঞ্চি লম্বা এবং পৌনে এক ইঞ্চি গভীর হবে। লম্বালম্বি ভাবে চিরতে হবে। না হলে চিরতে গিয়ে রক্তের শিরা কেটে দু'খানা হয়ে যেতে পারে।

যদু। তারপর কি করব, দাদাঠাকুর ?

দাদাঠাকুর। তারপর ক্ষতস্থানটি পটাশ পার-ম্যাঙ্গানেটের লোশন দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এক আউন্স বা আধছটাক পটাশ পার-ম্যাঙ্গানেট পাঁচ ছটাক আন্দাজ জলে গুলে এই লোশন তৈরি করতে হবে। চায়ের চামচের একচামচ পটাশ পার-ম্যাঙ্গানেট ক্ষতস্থানে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেও চলবে। দেখ যদু, এই ওষুধটি সব বাড়ীতেই কিনে রাখা উচিত।

যদু। আমিও কিনে রাখব, দাদাঠাকুর। তারপর কি করতে হবে, বল।

দাদাঠাকুর। এরপর রোগীর হাতে-পায়ে সেঁক-তাপ দিয়ে তার দেহটাকে গরম রাখতে হবে। তাকে চুপ করে এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে হবে ; দরকার হলে পিঠে বালিশের ঠেস দিতে হবে। রোগী খেতে পারলে, তাকে গরম চা বা দুধ খেতে দেওয়া দরকার। রোগী ভয় পায়, এমন কথা এই সময় রোগীর কাছে বলা উচিত নয়।

যদু। তার পর ?

দাদাঠাকুর। এই সব করতে করতে ডাক্তারবাবু এসে পড়েন ত ভালই। তিনি রোগীর চিকিৎসা করবেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুর আসতে দেরি হলে কিংবা তিনি না থাকলে, রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যদু। আচ্ছা দাদাঠাকুর, হাত-পা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় কামড়ালে কি করব ?

দাদাঠাকুর। তাহলে ত বাঁধন দিতে পারা যাবে না। বাঁধন দিয়ে কোন কাজও হবে না। চিরে দেওয়াও চলবে না। কাজেই এরকম অবস্থায় রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

যদু। আহা দাদাঠাকুর, এসব যদি আগে জানতাম, তাহলে আমার মেজশালাটি মরে যেত না গো।

নাটিকা এইখানেই শেষ হল। নাটিকাটি কেমন বলত ? সাপে কামড়ানর প্রাথমিক চিকিৎসার সব কথাই নাটিকাটিতে লেখা আছে। নাটিকাটি তুমি নিয়ে যাও, পাড়ার সবাইকে পড়ে শোনাবে। পার ত সবাই মিলে নাটিকাটি অভিনয় করবে। তোমাদের অভিনয় দেখে গাঁয়ের লোকে কি আনন্দটাই না পাবে ! তাছাড়া, তারা অনেক কিছু শিখবেও। এইভাবে নিজে শিখে অপরকে শেখাবে।

পাগলা শিয়াল-কুকুরে কামড়ান

বেচারাম বর্ধমান থেকে একটি বই কিনে এনেছে। বইটির নাম—'করবে কি'। বইটিতে পাগলা শিয়াল-কুকুরে কামড়ানর প্রাথমিক চিকিৎসার কথা লেখা আছে। বইটি আমি পড়ি, তুমি শোন ঃ

'করবে কি'

রতন। দাদাবাবু, একটা খবর আছে। খবরটি আমাদের হাতে লেখা কাগজে লিখে দিও।

দাদাবাবু। কি খবর ?

রতন। শীতলের কুকুরটা ক্ষেপে গেছে গো দাদাবাবু।

দাদাবাবু। তাই নাকি রে! কি সর্বনাশ!

রতন। অমনি 'কি সর্বনাশ!' তোমার বাপু সবেতেই বাড়াবাড়ি। শীতলের কুকুর ক্ষেপেছে ত তোমারই বা কি আর আমারই বা কি ?

দাদাবাবু। কুকুরটা তোকে কামড়ালেই বুঝতে পারবি।

রতন। কেন গো দাদাবাবু, পাগলা কুকুরে কামড়ালে হবে কি ?

দাদাবাবু। পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। শুধু কুকুর কেন, পাগলা শিয়ালে কামড়ালেও জলাতঙ্ক

রোগ হয়। কামড়ানর তের-চৌদ্দ দিন পর থেকে আট মাসের মধ্যে এই রোগ দেখা দেয়।

রতন। কেমন করে বুঝব যে জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে ?

দাদাবাবু। জলাতঙ্ক রোগীর মুখ দিয়ে লালা পড়ে। রোগী জল খেতে চায়, কিন্তু জল দেখলেই ভয় পায়। তাই সে জল খায় না। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না হলে রোগী মরে যায়। তাই যাতে জলাতঙ্ক রোগ না হয়, সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসা করা দরকার।

রতন। কি করে করতে হয় ?

দাদাবাবু। প্রথমেই ক্ষতস্থানটি সাবান জল দিয়ে ধুয়ে বোরিক তুলো দিয়ে ভাল করে মুছে ফেলতে হবে। তারপর ক্ষতস্থানটি কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। দেশলাই-কাঠি বা নারকেল-কাঠির ডগায় বোরিক তুলো জড়িয়ে তুলির মত করতে হবে। সেই তুলিটি কার্বলিক এসিডে ডুবিয়ে ক্ষত-স্থানের উপর খুব সাবধানে বুলিয়ে দিতে হবে।

রতন। কার্বলিক এসিড পাব কোথায় ?

দাদাবাবু। ওষুধের দোকানে পাওয়া যাবে।

রতন। তা ত হল। কিন্তু কুকুরটি পাগলা কিনা, তা বুঝব কি করে ?

দাদাবাবু। তার লেজ ঝুলে পড়বে। সে সব সময় ছটফট করবে আর মাথা নীচু করে চারদিকে ছুটে বেড়াবে, তার গলা

ফুলে উঠবে। কাউকে কামড়াবার দশদিনের মধ্যেই সে মরে যাবে।

রতন। শিয়াল ত কামড়ে দিয়েই বনে দৌড় দেবে দাদাবাবু! তাহলে শিয়ালটা পাগলা কিনা বুঝব কি করে?

দাদাবাবু। শিয়ালটাকে পাগলা ধরে নিয়েই প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে।

রতন। আর কি করতে হবে?

দাদাবাবু। যাকে পাগলা শিয়াল বা কুকুরে কামড়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে এক-রকম ইনজেক্‌শন আছে। সেই ইনজেক্‌শন দিলে জলাতঙ্ক রোগ হয় না। তবে হাসপাতালে গেলেই সেখানকার ডাক্তার বাবুরা এই ইনজেক্‌শন দিয়ে দেবেন না। হাসপাতালে যাওয়ার সময় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বা রোগীর শহরে বাড়ী হলে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। এই ইনজেক্‌শনের কোন দাম লাগে না। রোগী গরীব হলে চিকিৎসার খরচও লাগে না। তা না হলে রোগীর চিকিৎসার জন্য সামান্য খরচ নেওয়া হয়।

রতন। ভাগ্যি, শীতলের কুকুরটা ক্ষেপে গেছে। তাই ত তুমি এত কথা বললে।

বোলতা ভীমরুল ও বিছার কামড়

বংশী। দাদাবাবু, বোলতা, ভীমরুল বা বিছায় কামড়ালে কি করে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয় ?

দাদাবাবু। বোলতা বা ভীমরুল কামড়ালে প্রথমেই হুলটি বের করে ফেলবে।

বংশী। কি করে বের করব, দাদাবাবু ?

দাদাবাবু। একটা ফাঁপা চাবির মুখ ক্ষতস্থানের উপর চেপে ধরবে। তাহলেই হুলটি বেরিয়ে আসবে।

বংশী। তারপর কি করব, দাদাবাবু ?

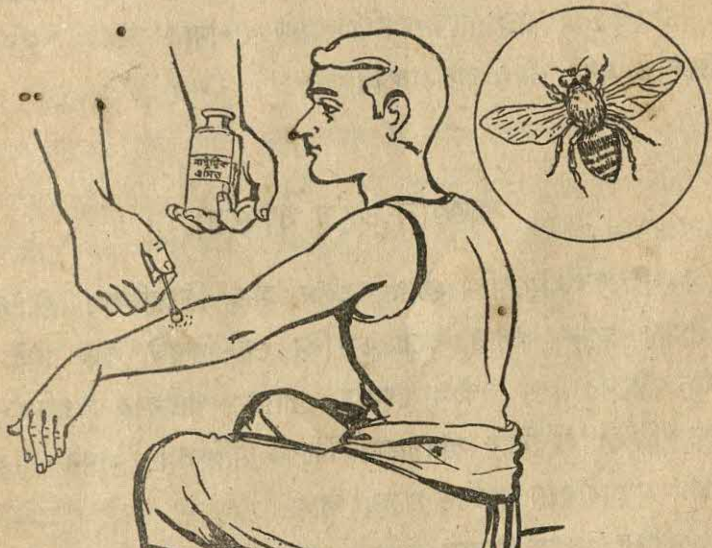
দাদাবাবু। তারপর সেখানটিতে মেথিলেটেড স্পিরিট বা টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দেবে। এই ওষুধ দুটি যে কোন ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। টিংচার আয়োডিন কিন্তু বেশী লাগিও না। একটুকরা বোরিক তুলোয় একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে নেবে। তারপর সেটি ক্ষতস্থানের উপর বসিয়ে দেবে। টিংচার আয়োডিন ত বিষ। কাজেই ওষুধ লাগানর পরই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।

বংশী। দাদাবাবু, বিছায় কামড়ালে কি করতে হবে ?

দাদাবাবু। প্রথমেই হুল বের করে ফেলবে। কেমন করে হুল বের করতে হয়, তা আমি আগেই বলেছি। তারপর ডাক্তার ডাকতে পাঠাবে।

বংশী। আর কি করব ?

দাদাবাবু। ক্ষতস্থান নাইট্রিক এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। নাইট্রিক এসিড যে কোন ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। • যেমন তেমন করে নাইট্রিক এসিড লাগান চলবে



ক্ষতস্থানে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে নাইট্রিক এসিড লাগানো হচ্ছে

না। একটি দেশলাই-এর কাঠি নাইট্রিক এসিডে ডুবিয়ে ক্ষতস্থানের উপর লাগাবে। নাইট্রিক এসিড বিষ। কাজেই খুব বেশী নাইট্রিক এসিড লাগান উচিত হবে না। এসিড

লাগানর পরই হাতটি সাবান-জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। বিছায় কামড়ালে সময় সময় রোগী শক্ পায়। এর ফলে অনেক সময় রোগী মরে যায়। কাজেই ডাক্তারবাবুর আসতে দেরি হলে রোগীকে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

বংশী। রোজ রাতে ভাগ্যি আমি তোমার কাছে আসি! তাই ত এসব শিখি, দাদাঠাকুর।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

মজিদের মা সেদিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বেটার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চারদিন সে কিছুই খায় নাই। পাঁচ দিনের দিন সকাল বেলায় গোয়াল পরিষ্কার করছিল। একঝুড়ি গোবর নিয়ে সারগাদার দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

মজিদ কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এল। আমিও ছুটতে ছুটতে মজিদের বাড়ী গেলাম। মজিদ কাউকে ডাক্তার ডাকতে পাঠায় নাই। আমি একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। তারপর আমি মজিদের মায়ের পাশে গিয়ে বসলাম। মজিদের মায়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। তার নাড়ী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার গা ঠাণ্ডা হয়েছিল। গায়ে ঘাম হচ্ছিল।

পাড়ার যত লোক মজিদের মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা সবাই হৈচৈ করছিল। আমি সবাইকে রোগীর আশপাশ থেকে সরিয়ে দিলাম। একজনকে মজিদের মায়ের গায়ে-মাথায় বাতাস করতে বললাম। মজিদের মায়ের কাঁধের নীচে একটি বালিশ দিতে বললাম। তার পর রোগীর মুখে পর পর গরম ও ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। গরম জল মানে খুব গরম জল নয়। একবালতি জল একঘণ্টা রোদে রেখে দিলে যে-রকম গরম হয়, ঠিক সেই-রকম গরম আর কি। রোগীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। আমি ঘষে ঘষে রোগীর শরীর গরম রাখলাম। বোতলে গরম জল পুরে হাতে পায়ে সেঁক দিলাম ও নাকে স্মেলিং সণ্ট ধরলাম। স্মেলিং সণ্ট না থাকলে রোগীর নাকে অ্যামন কার্ব ধরতাম।

কিছুক্ষণ পরেই মজিদের মায়ের জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে আসার পর আমি তাকে গরম দুধ খেতে দিলাম। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে আমি কিছুই খেতে দিই নাই। অজ্ঞান অবস্থায় খেতে দেওয়া খুবই খারাপ। বড়মিঞা প্রাথমিক চিকিৎসা করতে জানে না। তাই সে বলেছিল, 'আহা! ওকে কিছু খাইয়ে দাও।' আমি বললাম, অজ্ঞান অবস্থায় কিছুই খেতে দিতে নাই। তাতে রোগীর বিপদ হয়। জ্ঞান হলে তাকে খেতে দেব।

আমি কেমন করে মজিদের মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা করে-ছিলাম, শুনলে ত? মজিদের মা অনেক দিন উপোস করে

ছিল বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আরো নানা কারণে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। খুব খাটাখাটুনির ফলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। দরজা-জানলা বন্ধ-করা ঘরের মধ্যে একঘর লোক অনেকক্ষণ থাকলে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ ভয় পেয়ে কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। কোন খারাপ খবর শুনলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। আবার খুব বেশী আনন্দেও মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

সর্দিগর্মি

সেদিন মাধবের সর্দিগর্মি হয়েছিল। মাধব বড়শুলের বাজারে বেগুন বেচতে গিয়েছিল। বেগুন বেচে একমণ চাল কিনে সে হাট থেকে ফিরছিল। বৈশাখ মাস। যেমন রোদ আর তেমনি গরম। রোদে গরমে চার মাইল রাস্তা হেঁটে সে বাড়ী ফিরল। তার মাথায় ছিল একমণ চালের বোঝা। মাথায় একমণ বোঝা নিয়ে এতটা রাস্তা হেঁটে সে যখন বাড়ী ফিরল, তখন তার মুখ-চোখ লাল টক্‌টকে হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই সে খুবই হাঁপাচ্ছিল।

সেই সময় একটা কাজে আমি মাধবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার মুখ-চোখের ঐ রকম অবস্থা দেখে আমার খুব ভয় হল। মাধবের গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে একটু জল খেতে চাইল। কিন্তু

জল আনবার আগেই সে বমি করতে লাগল। দু'চারবার বমি করেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, মাধবের সর্দিগর্মি হয়েছে। মাধবের বাড়ীর লোকেরা ত রোগটা ধরতেই পারে নাই। তাই তারা পাগলের মত কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি-ত প্রথমেই একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। তারপর মাধবকে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। তার পরনের জামা-কাপড় খুব আলগা করে দিলাম। তারপর তার মাথায় আর শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। ভিজে কাপড় ভাঁজ করে নিয়ে তার গায়ে জড়িয়ে দিলাম। গাঁয়ে ত আর বরফ পাওয়া যায় না। বরফ পেলে সারা গায়ে বরফ দিতাম। একজনকে রোগীর গায়ে মাথায় খুব জোরে জোরে বাতাস করতে বললাম। সে একটি পাখা নিয়ে খুব জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই তার জ্ঞান ফিরে এল। তখন আমি তাকে অনেকটা নুনজল আর আখের গুড়ের সরবৎ খাইয়ে দিলাম। ঘন ঘন জল খেতে দিলাম। এমন সময় ডাক্তারবাবু এলেন। ডাক্তারবাবু বললেন যে, আমি ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে মাধব মরে যেত।

যাই হোক, মাধব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠল। সে এখন রোজ সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে আসে। কেমন করে

প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয়, সে তা শিখেছে। এখন সে-ও অনেক লোকের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবে।

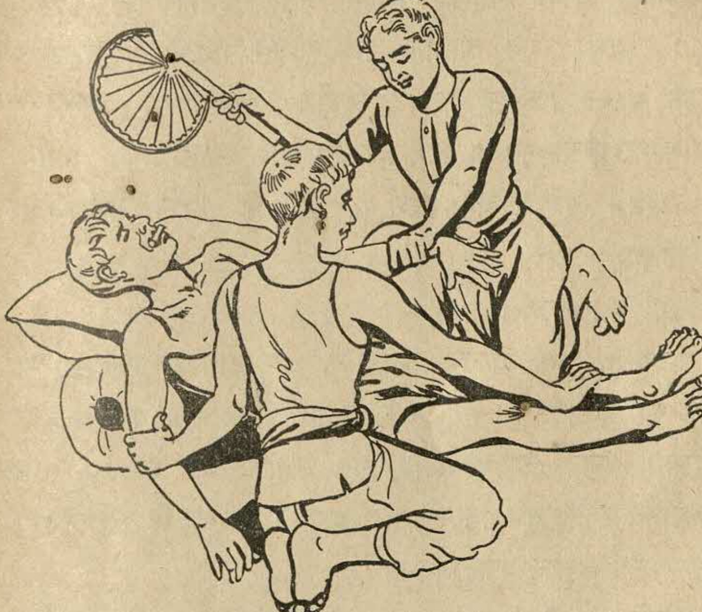
মৃগী রোগ

মহিম। মৃগী রোগ হলে রোগী মাটিতে পড়ে যায়। রোগীর সারা দেহে খিঁচুনি আরম্ভ হয়। রোগীর মুখ-চোখ প্রথমে লাল ও খানিক পরেই ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রোগীর মুখ থেকে ফেনা বের হয়। সে নিজের জিভ কামড়াতে থাকে। সময়ে সময়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

রাম। মৃগী রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন করে করতে হয় ?

মহিম। প্রথমেই ডাক্তার ডেকে পাঠাবে। রোগী দেওয়াল বা আগুনের কাছে থাকলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবে। তার আশপাশের জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলবে। রোগীর কাছে লোকজনের ভিড় জমতে দেবে না। তার গায়ের জামা-কাপড় আলগা করে দেবে। তাকে জোরে জোরে বাতাস করবে। রোগীর শিরদাঁড়া নীচ থেকে উপরের দিকে খুব জোরে জোরে ঘষে দেবে। রোগীর মাথায় একটা বালিশের ঠেস দেবে। একটা উড-পেন্সিল কি একটুকরা কাঠে পরিষ্কার একটুকরা কাপড় জড়িয়ে তার দু'পাটি দাঁতের

ফাঁকে গুঁজে দেবে। তাহলে সে নিজের জিভ কামড়াতে পারবে না। রোগীর মুখের ফেনা মুছে দেবে। দরকার



আলগা ভাবে হাত-পা ধরে রেখে পাখার হাওয়া দিয়ে মৃগী-রোগীর শুশ্রূষা করা হচ্ছে

হলে রোগীর হাত-পা ধরে থাকবে। কিন্তু খুব জোরে নয়। এমন ভাবে ধরবে, যাতে রোগী সহজেই নড়াচড়া করতে পারে।

রাম। দাদাঠাকুর, হিস্টিরিয়া আর তড়কা হলে কি করতে হয় ?

মহিম। কাল বলব।

হিস্টিরিয়া ও তড়কা

মহিম। যুবক-যুবতীরাই হিস্টিরিয়ায় বেশী ভোগে। হিস্টিরিয়া মনের অসুখ। মনে অশান্তি থাকলেই হিস্টিরিয়া হয়। মনে কোন আঘাত লাগলে মন উত্তেজিত হয়; তার মানে মনের ভিতরে খুব গোলমাল দেখা দেয়। মনের এই গোলমেলে ভাব দূর না হলে এরোগ ভাল হয় না।

রাম। হিস্টিরিয়া হলে রোগী কি রকম করে বলব, দাদাঠাকুর ?

মহিম। বল।

রাম। সে হাতের কাছে যা পায় তা-ই শক্ত করে ধরে। হাত-পা ছোঁড়ে। সে এই হাসে, আবার ঠিক তার পরেই কাঁদে। তার চোখের তারা খুব উপরে উঠে যায়। কখনো কখনো রোগীর মুখ থেকে ফেনা কাটে। কিন্তু হিস্টিরিয়া-রোগী একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায় না।

মহিম। ঠিক বলেছ। এবার হিস্টিরিয়া-রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা কি করে করতে হয় শোন। রোগীর কাছে মোটেই আহা-উহু করবে না। রোগীর সঙ্গে খুব কড়া করে কথা বলবে। তাকে নিয়ে খুব বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। হাত-পা আলগা ভাবে ধরে থাকবে।

রাম। আর তড়কা হলে কি করতে হয় বলুন।

মহিম। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের তড়কা হয়। তড়কা

হলে রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়। মুখ নীল হয়ে যায়। কখনো কখনো রোগীর চোখ টেরা হয়ে যায়। রোগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মত অবস্থা হয়। রোগীর মুখে ফেনা হয়। কখনো কখনো রোগী অজ্ঞানও হয়ে যায়।

রাম। এসব ত জানি, দাদাঠাকুর। এই দেখেই না পটলার মেয়েটার রোগ ধরেছিলাম। তড়কার প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন করে করতে হয়, এখন আপনি তা-ই বলুন।

মহিম। রোগীর গায়ের জামা-কাপড় খুলে নেবে। অল্প গরম জলে রোগীকে বগল পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে পাঠাবে।

রাম। আর কিছু করতে হবে না ?

মহিম। একটা বড় গামছা ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে সেটাকে একটু নিঙড়ে নেবে। তারপর সেটিকে রোগীর মাথার উপর রাখবে। রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালবে। রোগীর খিঁচুনি কমে গেলে তাকে জল থেকে তুলে ফেলবে। আবার খিঁচুনি আরম্ভ হলে আবার তাকে ঐ ভাবে ডুবিয়ে রাখবে। খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেলে, তাকে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দেবে। হাঁ, তাছাড়া আর একটা কথা বলি। বরফ পাওয়া গেলে, ভিজে গামছার বদলে মাথায় বরফ দেবে। তখন জল ঢালবারও দরকার হবে না। বুঝেছ ?

রাম। হাঁ, দাদাঠাকুর।

আগুনে পোড়া

মাঘ মাস। এবার ভীষণ শীত পড়েছে। বাতাসী শীতের চাদর কিনতে পারে নাই। সাড়ির আঁচলটি গায়ে জড়িয়ে, বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে কোন রকমে শীত কাটাচ্ছে।

কাল সকাল থেকেই ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভীষণ শীত। সাড়ির আঁচলে শীত কমে না। বাতাসীর হাত-পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেল! কি আর করে সে! কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলে সে আগুন পোহাতে লাগল।

ভারি আরাম লাগছে। বাতাসী তার নিটোল হাতদুটি আগুনের শিখার উপরে তুলে ধরেছে। আরামে তার চোখ দুটো বুজে এল।

কিছুক্ষণ পরেই বাতাসী 'বাবাগো, মাগো! পুড়ে মলাম! পুড়ে মলাম!'—বলে চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল। বাতাসীর কাপড়ের খুঁটে কখন আগুন লেগে গেছে, শীতের আমেজে বাতাসী তা বুঝতে পারে নাই, এখন সেই আগুন সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে!

আমি তখন বাতাসীদের পাড়াতেই ছিলাম। সবাই ছুটে গেল। আমিও বাতাসীর বাড়ীর দিকে ছুটে গেলাম। বাতাসী পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাতাসীর বর রজনীও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর হায় হায় করছে।

কারও জামা-কাপড়ে আগুন লাগলে কি করতে হয়, তা আমি জানি। আমি বাতাসীর দিকে ছুটে গেলাম। বাতাসীও আমার দিকে ছুটে এল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গায়ের চাদরটা দুভাঁজ করে আমার সামনে ধরলাম। কাছে আসতেই, চাদরটি দিয়ে তাকে জাপটে ধরেই মাটিতে শুইয়ে দিলাম। তারপর তাকে আস্তে আস্তে গড়াগড়ি দেওয়াতে লাগলাম। অমনি বাতাসীর কাপড়ের আগুন নিভে গেল। আমি একজনকে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম।

তুমি হয়ত আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছ। ভাবছ, বাতাসী একে মেয়েছেলে, আবার তার উপর যুবতী। আমি কিভাবে তাকে জাপটে থরলাম! কিন্তু আমি বাতাসীকে জাপটে না ধরলে সে ত মরে যেত। আমি লজ্জা করলে সে কি বাঁচত? আমি প্রাথমিক চিকিৎসক। আমার ত লজ্জা করলে চলবে না।

এখন এসব কথা থাক। বাতাসীর প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন করে করলাম, এখন তা-ই বলছি। আমি বাতাসীর সারা গা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। তারপর তার পরনের কাপড় খুলে নিলাম। খোলার সময় আমি কাপড় ধরে টানাটানি করি নাই। বাতাসীর হাত ও পিঠের কয়েক জায়গা পুড়ে গিয়েছিল। আমি সেখানকার কাপড়ের চারপাশ কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললাম। আধসের অল্প গরম জলে একচামচ

বেকিং সোডা গুলে আমি একটি লোশন তৈরি করলাম। সেই লোশনে পোড়া জায়গা ভিজিয়ে দিলাম। তখন সেখানকার কাপড়ের টুকরাগুলি সহজেই তোলা গেল। রোগীর জ্বালা-যন্ত্রণাও কমে গেল।

কেউ কেউ পোড়া জায়গাগুলি জল দিয়ে ধুয়ে দিতে বলেছিল। কি সর্বনাশের কথা বলত! পোড়া জায়গাগুলিতে জল লাগলে বড় বড় ফোস্কা পড়ে। আর, সেই ফোস্কাগুলি গলে গিয়ে দগ্‌দগে ঘা হয়। তারা ত আর প্রাথমিক চিকিৎসক নয়। তাই একথা বলেছিল।

আমি খুব সাবধানে বাতাসীর প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলাম। আমি পোড়া জায়াগাগুলি জল দিয়ে ধুয়ে দিই নাই। পোড়া জায়াগাগুলির উপর আমি হাঁসের ডিমের সাদা অংশটুকু লাগিয়ে দিলাম। ডিম না পেলে কি করতাম জান? চায়ের গরম লিকার ব্যবহার করতাম। তবে খুব বেশী গরম নয়। জিভে সইতে পারা যায় এরকম গরম লিকার লাগাতে হয়। এসব না থাকলে মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করতাম। তাছাড়া আর একটা কথা বলি। খুব বেশী পুড়ে গেলে আমি প্রথমেই বাতাসীর পরনের কাপড় খুলে নিতে যেতাম না। প্রথমে ওষুধপত্র দিয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা কমিয়ে, তারপর পরনের কাপড় খুলে নিতাম।

বাতাসীর মুখ পুড়ে যায় নাই। মুখ পুড়ে গেলে আমি কি করতাম জান? খানিকটা বোরিক তুলো বা পরিষ্কার এক-

টুকরো কাপড় দিয়ে একটা মুখোশ তৈরি করতাম। ঐ মুখোশে চোখ, মুখ ও নাকের জন্য একটা করে ছেঁদা রাখতাম। তারপর ঐ মুখোশটি বোরিক লোশনে ভিজিয়ে তার মুখে লাগিয়ে দিতাম।

গরম জলে বেকিং সোডা গুলে লোশন তৈরি করতে হয়, এ আমি আগেই বলেছি। কিন্তু জল কতটা গরম হবে, তা বলি নাই। মানুষের গায়ে সইবে অথচ গা পুড়ে যাবে না, এইরকম গরম জল চাই। একবালতি জল একঘণ্টা রোদে রেখে দিলে যেমন গরম হয়, ঠিক সেইরকম গরম হওয়া দরকার। বেকিং সোডা ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এই ওষুধটি প্রত্যেক বাড়ীতে কিনে রাখা দরকার। আমরা যে সোডা খাই, তাকেই বেকিং সোডা বলে।

বাতাসী এসিডে পুড়ে গেলে আমি কি করতাম জান? দু'চামচ বেকিং সোডা আধসের অল্প গরম জলে গুলে আমি লোশন তৈরি করতাম। এসিডে পুড়ে-যাওয়া জায়গাটি সেই লোশনে ভিজিয়ে রাখতাম। চুন লেগে পুড়ে গেলে কি করতাম, জান? লেবুর রসের সঙ্গে অল্প গরম জল মিশিয়ে একটি লোশন তৈরি করতাম। যতটা লেবুর রস, ঠিক ততটুকু গরম জল মেশাতাম। লেবু না পেলে, লেবুর রসের বদলে ভিনিগার মেশাতাম। কিছুই না পেলে অল্প গরম জল দিয়ে পোড়া জায়গাটি ধুয়ে দিতাম।

আর একটা কথা বলি। ধর, কোন ঘরে আগুন লেগেছে। ঘরের চালটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘরে একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে। কেউ তাকে ঘর থেকে বের করে আনতে পারছে না। এমন সময় তুমি সেখানে গিয়ে হাজির হলে। তুমি এখন কি করবে, বল ত ?

তাড়াতাড়ি একটা লেপ বা কম্বল জলে ভিজিয়ে নাও। সেটিকে নিঙড়ে তোমার গায়ে জড়াও। এইবার ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে বের করে নিয়ে এস। দেখবে, তোমার গায়ে আগুনের আঁচটি লাগবে না। ছেলেটিও বেঁচে যাবে। সবাই তোমাকে বীর বলবে, সাহসী বলবে, বাহাদুর বলবে। ছেলেটির বাপ-মা তোমাকে কত আদরই না করবে !

এ ছাড়া আরও একটা কথা বলি। ধর, কোন ঘরে আগুন লেগেছে। ঘরের জানালাগুলি সব বন্ধ। ঘরটি ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে একটি লোক আছে। তাকে ঘর থেকে বের করে আনতে হবে। তুমি এখন কি করবে, বল ত ?

খানিকটা শক্ত দড়ি যোগাড় কর। দরজার কাছে উপুড় হয়ে শোও। হাঁটু ও হাতের উপর ভর রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোক। মাটি থেকে একহাত উঁচু পর্যন্ত

জায়গায় ধোঁয়া থাকে না। তাই তোমার মাথা এক হাতের বেশী উঁচুতে তুলো না।

ঘরে ঢোকার পর লোকটির দু'হাতের কব্জি দড়ি দিয়ে বাঁধ। তাকে চিত করে শুইয়ে দাও। তার পাঁজরের দু'পাশে তোমার হাঁটু দুটি রাখ। তার দু'হাতের মাঝখানে তোমার মাথাটি গলিয়ে দাও। তারপর ঐ ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এস।



ঘরে আগুন লেগেছে : ধোঁয়ায় ভরা ঘরের ভিতরে আটক লোকটিকে বের করে আনা হচ্ছে

এই ছবিটি দেখ। তাহলে এইভাবে ঢোকা ও বেরিয়ে আসার কায়দাটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে। রোগীকে ঘর থেকে বের করার পর দরকার হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাবে।

বিষ খাওয়া

প্রথম দৃশ্য

[দাদাবাবুর বৈঠকখানা]

বংশী। দাদাবাবু, কাল রাতে মদনার বউ বিষ খেয়েছিল।

দাদাবাবু। তাই নাকি? কি বিষ খেয়েছিল রে?

বংশী। আফিম।

দাদাবাবু। সর্বনাশ! বেঁচে আছে ত?

বংশী। হাঁ, দাদাবাবু। ভাগ্যি আমি ওই পাড়াতেই ছিলাম। তা না হলে বউটা মরেই যেত। পাড়ার আর কেউ ত প্রাথমিক চিকিৎসা করতে জানে না।

দাদাবাবু। বেশ বেশ। তাহলে বুঝতে পারছিস যে, এসব শিখে রাখা ভাল। তুই মদনার বউকে বাঁচিয়েছিস একথা শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।

বংশী। আমারও হচ্ছে, দাদাবাবু। আপনিই ত আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে শিখিয়েছেন।

দাদাবাবু। হাঁ রে বংশী, তুই কি করে বুঝলি যে, মদনার বউ বিষ খেয়েছিল?

বংশী। আমি মদনার বউয়ের মুখে আফিমের গন্ধ পেলাম। আমি দেখলাম যে, তার চোখের তারা খুব সরু হয়ে গেছে। আমি তার গায়ে চিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লাগছে?' সে

বলল, 'না।' আমি দেখলাম যে, তার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে ঘামছে, ঝিমুচ্ছে। তাই আমি বুঝলাম যে, সে আফিম খেয়েছে।

দাদাবাবু। এই সব দেখতে অনেকটা সময় লেগেছিল ত?

বংশী। না, দাদাবাবু, বেশী সময় লাগেনি। বিষ-খাওয়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়। এটা ত আমি জানি। তাই আমি খুব তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলাম।

দাদাবাবু। প্রথমে তুই কি করলি?

বংশী। বিষের নাম লিখে ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রোগীর অবস্থা এখন কেমন, সে কি করছে, তা-ও লিখে পাঠালাম। তারপর আমি তাকে বমির ওষুধ খাইয়ে দিলাম। আমি জানি, বমির সঙ্গে অনেকটা বিষ পেট থেকে বেরিয়ে যায়।

দাদাবাবু। তুই সেখানে কাগজ-কলম না পেলে কি করতিস?

বংশী। আমি প্রথমেই তাকে বমি করার ওষুধ দিতাম। তারপর খানিকটা বমি ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তাছাড়া, কি বিষ খেয়েছে বুঝতে না পারলে, প্রথমেই তাকে বমি করার ওষুধ দিতাম। পরে সেই বমি ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতাম।

দাদাবাবু। বমি করানর জন্য মদনার বউকে কি খাইয়েছিলি ?

বংশী। পাঁচছটাক অল্প গরম জলে বড় চা-চামচের এক-চামচ সরষের গুঁড়ো গুলে খাইয়েছিলাম।

দাদাবাবু। সরষে না থাকলে কি করতিস ?

বংশী। পাঁচছটাক অল্প গরম জলে বড় চা-চামচের দু'চামচ নুন গুলে খাইয়ে দিতাম।

দাদাবাবু। নুন যদি না থাকত ?

বংশী। সব সময় তোমার রসিকতা ভাল লাগে না, দাদাবাবু। নুন আবার কার বাড়ীতে না থাকে গো !

দাদাবাবু। আঃ ! বাজে কথা বলিস না, বমি করানর আর কোন ওষুধ জানা থাকে ত বল।

বংশী। তাই বল। ডিমের ভেতরকার সাদা অংশটা খাওয়াতাম। পায়রায় পালক দিয়ে রোগীর গলায় সুড়-সুড়ি দিতাম।

দাদাবাবু। বেশ বেশ ! আচ্ছা তারপর কি করলি ?

বংশী। একআউন্স, মানে আধছটাক ঠাণ্ডা জলে, গুটি পাঁচ-ছয় পটাশ পার-ম্যাঙ্গানেটের দানা গুলে খাইয়ে দিলাম। দাদাবাবু, মদনার বউয়ের ঘুম পাচ্ছিল গো ! আমি তাকে ঘুমুতে দিলাম না। আমরা সবাই মিলে তাকে ধরে উঠানে হাঁটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সে নেতিয়ে পড়ছিল,

দাদাবাবু। আমরা তখন তার হাত ধরে, চুল ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলাম।

দাদাবাবু। মদনার বউয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে নাই ?

বংশী। হাঁগো দাদাবাবু, আসছিল। তবে আমাকে আর কিছুই করতে হয় নাই, ঠিক সেই সময় ডাক্তারবাবু এসে হাজির হলেন।

[একটি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। তার নাম যাদব।]

যাদব। দাদাবাবু। সর্বনাশ হয়েছে! শীতলের বউ বিষ খেয়েছে গো দাদাবাবু! হায় হায় হায় গো!

দাদাবাবু। অ্যাঁ! তাই নাকি! চল চল।

[সবাই চলে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শীতল বাউরির ঘর। শীতলের বউ আবোল-তাবোল বকছে। পাড়ার লোকেরা তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবাই হৈ-চৈ করছে। দাদাবাবু, যাদব আর বংশী ঘরে ঢুকল। শীতল দাদাবাবুর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।]

শীতল। দেখুন দাদাবাবু, দেখুন! আমার কি সর্বনাশটা হল দেখুন! ওরে দামিনী রে…

দাদাবাবু। সর সর। এখন কাঁদবার সময় নয়। বউ বেঁচে উঠলে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদিস। এখন বউটাকে বাঁচাতে হবে ত! এই, তোরা এখানে ভিড় করেছিস কেন? মজা পেয়েছিস নাকি! যা এখান থেকে।

[সবাই খানিকটা দূরে সরে গিয়ে জটলা করতে লাগল। দাদাবাবু শীতলের বউয়ের পাশে বসলেন।]

বংশী। দেখুন দেখুন, দাদাবাবু। বৌদির মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ফুলেও উঠেছে। চোখের তারা দুটো কি-রকম বড় হয়ে উঠেছে। দেখি গায়ে হাত দিয়ে?—ইস্! গা যেন গরম আগুন! আর, শুকনো মত লাগছে।

শীতল। চলতে পারছিল না গো মশায়! চলতে গেলেই টলে পড়ছিল।

দাদাবাবু। বুঝেছি। ধুতুরা বিষ খেয়েছে। বংশী, পাঁচ-ছটাক অল্প গরম জলে বড় চা-চামচের দু'চামচ নুন গুলে নিয়ে আয়। সেটা শীতলের বউকে খাইয়ে দে। তাহলেই বমি করবে।

[বংশী চলে গেল। দাদাবাবু একটুকরা কাগজে বিষের নাম লিখে যাদবকে দিলেন।]

দাদাবাবু। যাদব, এই কাগজটা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যা। তাড়াতাড়ি।

[যাদব চলে গেল, বংশী বমির ওষুধ নিয়ে এল।]

দাদাবাবু। দে, খাইয়ে দে।

[বংশী খাইয়ে দিল। একটু পরেই দামিনী বমি করল।]

শীতলের মা। বমিটা মুছিয়ে দি, দাদাবাবু।

দাদাবাবু। না, আগে ডাক্তারবাবু আসুন। তিনি এসে বমি দেখবেন। তারপর বমি মুছিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু বমি দেখে পুলিশের কাছে খবর পাঠাবেন। বিষ খাওয়ার কত ঝামেলা, তা ত জান না!

শীতল। হায় হায়—

দাদাবাবু। চুপ! হায় হায় করলে তোর বউ বাঁচবে? যা, এককাপ কড়া চা তৈরি করে নিয়ে আয়। চা-য়ে যেন দুধ-চিনি মেশাস না।

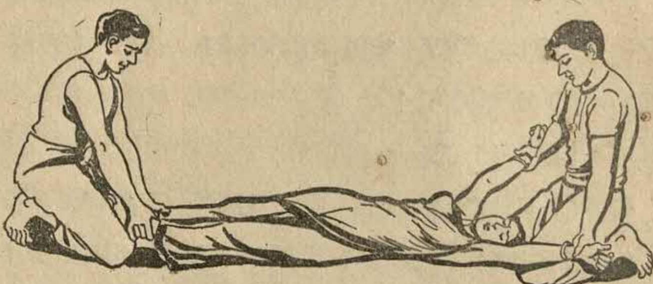
[শীতল চলে গেল]

দাদাবাবু। শীতলের মা, একটা গামছা নিয়ে এস ত বাছা। গামছাটিকে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে একটু নিঙড়ে নিয়ে, বৌমার মুখে চেপে চেপে ধর। বংশী, বৌমার গায়ে ঐ কম্বলটা ঢাকা দিয়ে দেত।

[শীতলের মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গামছা আর একবালতি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। সে গামছাটা ভাঁজ করে নিল। তারপর সেটিকে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে নিঙড়ে নিয়ে, শীতলের বউয়ের মুখে চেপে চেপে ধরতে লাগল। বংশী বিলাতী কম্বলটা দিয়ে দামিনীর সারা গা ঢেকে দিল। শীতল এককাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।]

বংশী। দেখুন, দাদাবাবু, দেখুন! বৌদি কি-রকম করছে! বোধ হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ঠিকমত চলছে না।

দাদাবাবু। তাই ত! তাই ত! কি করি এখন? কি মুশকিল! এখনও যে ডাক্তারবাবু এলেন না! এত দেরি করছেন কেন?



কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে

বংশী। বলুন, দাদাবাবু, বলুন! কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাই।

দাদাবাবু। তাই করা যাক্। কিন্তু খুব সাবধানে।

[বংশী দামিনীকে চিত করে শুইয়ে দিল। দাদাবাবু তার হাতের কব্জি ছুটো ধরে, হাত ছুটোকে কাঁধের উপর দিয়ে, মাথার ছু'পাশে নিয়ে এলেন। বংশী দামিনীর গোড়ালি ছুটো ধরল। দাদাবাবু দামিনীর হাত ছুটিকে মুড়ে তার ছু'পাঁজরের পাশে নিয়ে এলেন। তারপর দামিনীর হাত ছুটি তার পাঁজরের গায়ে লাগিয়ে চাপ দিলেন। দাদাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বংশীও পা ছু'টিকে মুড়ে নিয়ে গিয়ে তলপেটে ঠেকিয়ে চাপ দিল। ছু'সেকেণ্ড চাপ দেওয়ার পরে ছু'জনেই চাপ আলগা করে দিল। তিন সেকেণ্ড পরে আবার ঐভাবে চাপ দিল।

খানিকক্ষণ এইভাবে চাপ দেওয়ায়, দামিনীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ঠিকমত চলতে লাগল। কিন্তু তারা চাপ দেওয়া বন্ধ করে নাই। এমন সময় ডাক্তারবাবু এলেন। ডাক্তারবাবু আসার পর তারা চাপ দেওয়া বন্ধ করল।]

ডাক্তারবাবু। কই, দামিনী কোথায়? এই যে।

[ডাক্তারবাবু দামিনীর পাশে বসে তাকে দেখলেন]



কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করবার জন্যে পা দুটো মুড়ে দিয়ে তলপেটে চাপ দেওয়া হচ্ছে

ডাক্তারবাবু। বংশী, যাদব, তোমরা একটু সরে দাঁড়াও। দেবেনবাবু, আপনি আমার কাছে থাকুন। আমি এবার এর পাকস্থলী ধুইয়ে দেব।

[ডাক্তারবাবু দামিনীর পাকস্থলী ধুইয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতি ব্যাগে পুরলেন।]

ডাক্তারবাবু। বংশী, দামিনীকে একটা ইনজেক্‌শন দিয়ে দিচ্ছি। আর ভয় নাই। তবে দামিনীকে আজ ঘুমুতে দিবি না। যেমন করে পারিস, জাগিয়ে রাখবি। বুঝলি?

তৃতীয় দৃশ্য

[দাদাবাবুর বৈঠকখানা। দাদাবাবু বসে আছেন। বংশী, শীতল, যাদব, সিধে, পাঁদারে, নেদনা ও ভেলো দাদাবাবুর সামনে বসে আছে।]

যাদব। ডাক্তারবাবু বংশীকে একটা বই দিয়েছেন, দাদাবাবু।

দাদাবাবু। তাই নাকি ? দেখি কি বই ?

বংশী। এই নিন। [বংশী বইটি দিল]

দাদাবাবু। বাঃ! বেশ বই। খুব ভাল বই। বইটা ভাল করে পড়বি, বংশী। বুঝলি ?

সিধে। কি বই গো দাদাবাবু ? বইটার নাম কি ?

দাদাবাবু। বইটার নাম 'বিষ খেলে করবে কি ?' বইটিতে বিষ খাওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা লেখা আছে।

পাঁদারে। আমরা ত চোখ থাকতেও অন্ধ গো দাদাবাবু। লিখতে-পড়তে ত জানি না। তা আপনি একটু পড়ুন। আমরা শুনি। তা হলে আমরাও কিছু কিছু শিখতে পারব।

দাদাবাবু। বেশ। আমি পড়ি, তোরা শোন্।

[দাদাবাবু পড়তে লাগলেন]

দাদাবাবু। 'এসিড ও চুন-জাতীয় বিষ খেলে রোগীর ঠোঁট-মুখ পুড়ে যায়। ঠোঁট-মুখ পুড়ে গেলে তাকে বমির ওষুধ দেবে না। তাহলে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হবে। এসিড-জাতীয়

বিষ খেলে রোগীকে তাড়াতাড়ি অনেকটা চুনের জল খাইয়ে দেবে। বড় চা-চামচের একচামচ খড়ি বা ম্যাগনেসিয়া জলে গুলে ঘন ঘন খাওয়াতে পার। তারপর রোগীকে স্যালাড অয়েল, অলিভ অয়েল বা ঘন বার্লি খাওয়াবে। এই ওষুধগুলি যে-কোন ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। চুন-জাতীয় বিষ খেলে, প্রথমেই আধপোয়া লেবুর রসের সঙ্গে আধপোয়া জল মিশিয়ে রোগীকে খাইয়ে দেবে। লেবু না পেলে ভিনিগার মেশাবে। তারপর ঐসব ওষুধের যে-কোন একটি খাইয়ে দেবে।'

বংশী। দাদাবাবু, বেঙের ছাতা বা পচা খাবার, এসব খেলে কি করতে হবে? বইটিতে কি এই ধরনের বিষ খাওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা লেখা আছে?

দাদাবাবু। হাঁ আছে। শোন্—'এই সব খাওয়ার পর বমি হয়। পেটে যন্ত্রণা হয়। পাতলা পায়খানা হয়। এইসব বিষ খেলে রোগীকে প্রথমে বমি করার ওষুধ দেবে। তারপর কি করতে হয়, জান? রোগীর বয়স আট বছরের বেশী হলে, বড় চা-চামচের দু'চামচ ক্যাস্টর অয়েল খাওয়াতে হবে। ক্যাস্টর অয়েল ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। ক্যাস্টর অয়েল পাওয়া না গেলে রোগীকে অলিভ অয়েল, স্যালাড অয়েল বা ঘন বার্লি খাইয়ে দেবে।'

পাঁদারে। যদি কেউ ফিনাইল খায়? বইটিতে ফিনাইল খাওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা লেখা আছে কি?

দাদাবাবু। হাঁ আছে। পড়ছি।—'ধর, কেউ ফিনাইল, লাইসল বা ডেটল খেয়েছে। এখন তুমি কি করবে, বল ত ? একসের ঠাণ্ডা জলে পাঁচছটাক ক্যাস্টর অয়েল বা লিকুইড প্যারাফিন বা অলিভ অয়েল মেশাও। এইবার এই ওষুধটি রোগীকে একটু একটু করে খাইয়ে দাও। কেউ টিংচার আয়োডিন খেলে কি করবে বলতে পার ? তাকে বমি করার ওষুধ দেবে। বমি করাবার আগে তাকে বার্লি বা এরারুটের মণ্ড খাইয়ে দেবে। বমি করার পর তাকে দু'চামচ ক্যাস্টর অয়েল বা লিকুইড প্যারাফিন বা অলিভ অয়েল খাইয়ে দেবে। রোগীর বয়স আট বছরের কম হলে, তাকে এই ওষুধ একচামচ দিতে হবে।'

বংশী। কেউ তুঁতে খেলে কি করতে হবে ?

দাদাবাবু। কেউ তুঁতে বা ফটকিরি খেলে তাকে বমি করার ওষুধ দেবে। তারপর তাকে লিকুইড প্যারাফিন বা ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দেবে।

[ঘড়িতে বারোটা বাজল]

পাঁদারে। বারোটা বাজল, দাদাবাবু। এবার বাড়ী যাই।

সকলে। ভাগ্যি, আমরা আপনার কাছে আসি। তাই ত এসব শিখি।

রক্তপাত

মণিকা। সেদিন ইদরিসের পা কেটে গিয়েছিল। ইদরিস খরগোশ শিকার করতে গিয়েছিল। খরগোশের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে সে হঠাৎ ঝোপের ভিতরে পড়ে গেল। সেখানে একটা ভাঙ্গা কাচের গ্লাস মাটিতে আধ-পোঁতা হয়ে পড়ে ছিল। সেই কাচের টুকরাটিতে তাঁর পা কেটে গেল! তার পা থেকে ঝলকে ঝলকে রক্তপাত হচ্ছিল। সেখানে যারা ছিল, তারা সবাই ভয়ে চেঁচামেচি করছিল। ভাগ্যি দনু ডাক্তার সেই সময় সেখানে এসে পড়েছিলেন। তা না হলে কি বিপদটাই না হত! ইদরিস নিশ্চয়ই মারা পড়ত। তাই বলি, রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা করাটা সবারই জানা উচিত।

কারও হাত, পা, শরীরের কোন জায়গা কেটে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। যন্ত্রপাতির খোঁচা লেগে বা জীবজন্তুর নখের আঁচড়ে রক্তপাত হয়। সূঁচ, ছুরি, বা বন্দুকের গুলি শরীরের কোন জায়গায় ঢুকে গেলেও রক্তপাত হয়।

সুবাসী। দিদিমণি, আপনি হড়বড় করে বলে গেলে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। আমাদের মনেও থাকবে না। তার চেয়ে আমরা একটা একটা করে জিজ্ঞাসা করি, আপনি উত্তর দিন।

মণিকা। বেশ! প্রথমে কি জানতে চাও, বল।

সুবাসী। রক্তপাত হলে প্রথমে কি করতে হবে, বলুন।

মণিকা। প্রথমেই রক্তপাত বন্ধ করবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে পাঠাবে। ক্ষতস্থানে হাত দেবার আগে নিজের হাত কার্বলিক সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। তা না হলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে যেতে পারে। রক্তপাত বন্ধ করার পর ক্ষতস্থানটিতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে। কি করে ব্যাণ্ডেজ করতে হয় জান? একটুকরা পরিষ্কার কাপড়ের ফালি বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে সেখানটা বেঁধে ফেলবে।

সুবাসী। রক্তপাত কি করে বন্ধ করব, আর কি ওষুধ দেব, তা ত বললেন না? সেটা বলুন।

মণিকা। একটু-আধটু কেটে গেলে অনেক সময় রক্ত আপনা-আপনি জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেশী কেটে গেলে রক্ত আপনা-আপনি বন্ধ হয় না। তখন প্রাথমিক চিকিৎসকের দরকার হয়। রক্তপাত বন্ধ করার কতকগুলি নিয়ম আছে। সহজেই রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

সুবাসী। সে নিয়মগুলি কি?

মণিকা। প্রথমেই রোগীকে শুইয়ে দেবে। রোগীকে শুইয়ে দিলে তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ হয়। হাড় ভেঙ্গে না গেলে ক্ষতস্থানটি উঁচু করে তুলে ধরবে। ক্ষতস্থানের উপরকার কাপড়-চোপড় সরিয়ে দেবে। ক্ষতের ভিতর কাঠি-কুটি দেখতে পেলে সেগুলি

তুলে ফেলবে। সন্না বা ছোট চিমটে দিয়ে তুলতে হলে সেটিকে জলে ফুটিয়ে নেবে। কাঠি-কুটি দেখতে না পেলে ক্ষতস্থানটি ঘাঁটাঘুঁটি করে খুঁজতে যেও না।

সুবাসী। তারপর ?

মণিকা। তারপর ক্ষতস্থান ও তার আশপাশের ময়লা পরিষ্কার করবে। একপোয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে পঁচিশফোঁটা ডেটল দেবে। একটুকরা বোরিক তুলো ডেটলের জলে ডুবিয়ে একটু নিঙড়ে নেবে। তারপর ঐ তুলোটি দিয়ে ক্ষতস্থান ও তার আশপাশের ময়লা পরিষ্কার করবে। তারপর রক্তপাত বন্ধ করবে। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেলে একটুকরা বোরিক তুলোয় একটুখানি টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে নিয়ে, সেইটি দিয়ে ক্ষত-স্থানটি মুছে দেবে। ক্ষতস্থানটি খানিকটা বোরিক তুলো দিয়ে ঢেকে দেবে। সেই তুলোর চারপাশে টিংচার বেঞ্জোয়িন লাগিয়ে দেবে। তারপর ক্ষতস্থানটি আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

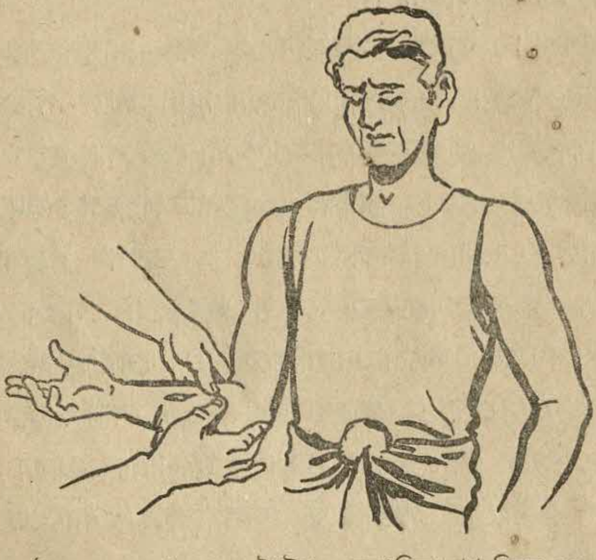
সুবাসী। কার্বলিক সাবান, ডেটল, বোরিক তুলো, ব্যাণ্ডেজ, টিংচার আয়োডিন ও টিংচার বেঞ্জোয়িন কোথায় পাওয়া যায় ?

মণিকা। যে কোন ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

ফুলমতী। আচ্ছা দিদিমণি, আপনি ত রক্তপাত বন্ধ করতে

বললেন। কিন্তু কি করে রক্তপাত বন্ধ করব, সেটা ত বললেন না?

মণিকা। বলছি। ক্ষতস্থানের একটু উপরেই দু'হাতের



এইভাবে ক্ষতস্থানের একটু উপরে স্বস্থানিক চাপ দিতে হয়

বুড়ো আঙ্গুলের চাপ দেবে। এই চাপের নাম 'স্বস্থানিক চাপ'। ক্ষতস্থানের ঠিক কোন্ পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে, সেটি ঠিক করে নিয়ে এই চাপ দিতে হবে। ধর, কারও হাত কেটে গেছে। তুমি স্বস্থানিক চাপ দিলে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হল না। এখন তোমার আঙ্গুল দুটি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ক্ষতস্থানের আশেপাশে

চাপ দাও। ঠিক যে জায়গায় চাপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে আসতে দেখবে, সেখানটিতে তোমার আঙ্গুলের চাপ কিছুক্ষণ রেখে দাও। দেখবে, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

সুবাসী। স্বস্থানিক চাপ দিলেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় ?

মণিকা। সব সময় হয় না। খুব বেশী কেটে গেলে বা ক্ষতস্থানের কাছে হাড় ভেঙ্গে গেলে স্বস্থানিক চাপ দেওয়া চলবে না। তখন 'দূরস্থানিক চাপ' দিতে হবে।

সুবাসী 'দূরস্থানিক চাপ' কি করে দিতে হয় ?

মণিকা। ধর, কারও হাত বা পা কেটে গেছে। খুব রক্ত পড়ছে। তুমি স্বস্থানিক চাপ দিলে। রক্ত বন্ধ হল



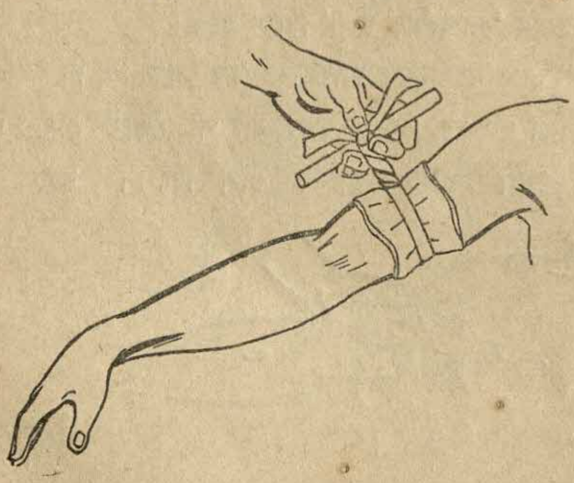
ক্ষতস্থানের কাছে হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় দূরস্থানিক চাপ দেওয়া হচ্ছে

না। এখন তোমাকে কনুইয়ের উপরে বা দাবনায় চাপ দিতে হবে। কনুইয়ের উপরে বা দাবনায় একটিমাত্র হাড় আছে। এখন চাপ দিয়ে ঐখানকার শিরাটিকে হাড়ের উপর চেপে ধরতে হবে। তোমার দু'হাতের আঙ্গুলগুলি দিয়ে খুব

জোরে চাপ দিতে হবে। চাপ দেবার সময় আঙ্গুলগুলি বেঁকে গেলে বা আঙ্গুলের ডগাগুলি চাপ দেওয়ার জায়গাটিতে ঢুকে গেলে চলবে না।

সুবাসী। দূরস্থানিক চাপ দেওয়া ত সহজ বলে মনে হয় না। আচ্ছা, এ ছাড়া আর কিছু করা যায় না?

মণিকা। হাঁ, 'টুরনিকেট চাপ' দিতে পার। টুরনিকেট



ভাঁজ-করা রুমাল জড়িয়ে তার উপর ফিতা বেঁধে টুরনিকেট চাপ দেওয়া হচ্ছে

চাপ কি করে দিতে হয় জান? প্রথমে একটি রুমাল দু'ভাঁজ কি চারভাঁজ করে নিয়ে, চাপ-দেওয়ার জায়গাটির উপর জড়াতে হবে। তারপর সেটিকে ফিতে দিয়ে বেঁধে ফেলবে। তারপর একটি উড-পেন্সিল কি একটুকরা কাঠ ফিতেটির ভিতর ঢুকিয়ে

আস্তে আস্তে পাক দিতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চাপ দিলেই রক্তপাত কমে যাবে। পনের মিনিটের বেশী টুরনিকেট চাপ দেওয়া ঠিক নয়। পনের মিনিট পর পর এই চাপ একটু আলগা করে দিয়েই, চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরে আবার চাপ দিতে হবে।

ফুলমতী। রক্তপাত হলে কখনো কখনো শক্ লাগে। তখন কি করতে হয় ?

মণিকা। রোগীকে একপাশে কাত করে শুইয়ে দেবে। রোগীর কাঁধের নীচে একটি বালিশ দেবে। তা হলে মাথাটি নীচে ঝুলে থাকবে। রোগীর গায়ের জামা-কাপড় আলগা করে দেবে। রোগীর গায়ে যাতে হাওয়া লাগে, সেদিকে নজর রাখবে। রোগীর শরীর গরম কাপড় বা চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে। রোগীর কাছে হৈ-চৈ করতে দেবে না। রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শক্ লাগলে, তাকে গরম দুধ খেতে দিতে পার।

ফুলমতী। আমাদের রাইচরণের নাক থেকে রক্ত পড়ে। নাক থেকে রক্ত পড়লে কি করতে হয়, দিদিমণি ?

মণিকা। রোগীকে খোলা জানালার দিকে মুখ করে বসিয়ে তার মাথাটি পিছনের দিকে একটু হেলিয়ে দেবে। তাকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলবে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে তার মাথা ধুয়ে দেবে। মাথায় বরফ চাপাবে। রোগীকে মোটেই নাক ঝাড়তে দেবে না।

সুবাসী। কান দিয়ে রক্ত পড়লে কি করতে হয়, দিদিমণি ?

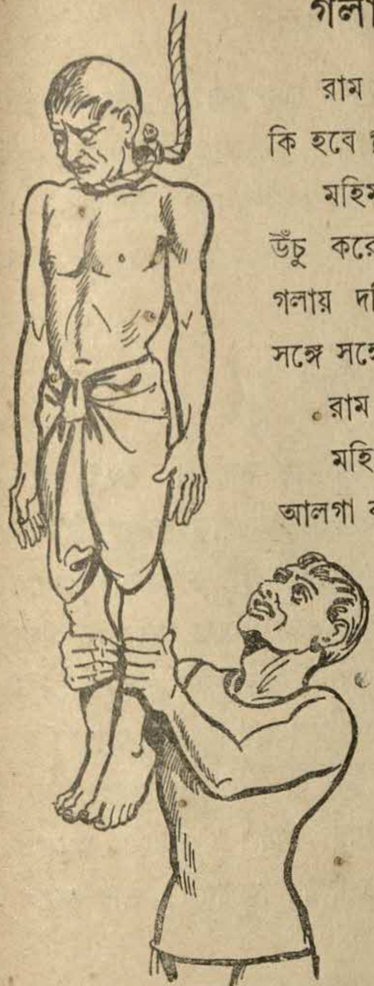
মণিকা। প্রথমেই ডাক্তার ডাকতে পাঠাবে। কানটি এক-টুকরা বোরিক তুলো দিয়ে ঢেকে দেবে। তারপর আলগা ভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে। ডাক্তারের আসতে দেরি হলে রোগীকে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

সুবাসী। কালশিটে পড়লে কি করতে হয়, দিদিমণি ?

মণিকা। কালশিটের উপর বরফ চেপে ধরবে। বরফ না পাওয়া গেলে একটুকরা পরিষ্কার কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে সেখানে জড়িয়ে রাখবে।

সুবাসী। সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার বাড়ী যাই, দিদিমণি। আবার কাল আসব।

গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা



কেউ গলায় দড়ি দিলে তাকে
এইভাবে তুলে ধরতে হয়

রাম। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললে কি হবে?

মহিম। প্রথমেই তার পা দুটি উঁচু করে তুলে ধরবে। তাহলে তার গলায় দড়ির টানটা আর পড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে পাঠাবে।

রাম। তারপর?

মহিম। কাউকে তার গলার ফাঁসটি আলগা করে দিতে বলবে। না পারলে, গলার বাঁধনটি কেটে দিতে বলবে। তারপর তাকে মাটিতে শুইয়ে দেবে। তার ঘাড়টি হাতে করে আস্তে আস্তে রগড়াতে থাকবে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে এলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাবে। [বিষ খাওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা দেখ।] রোগীর শক্ লাগলে শক্ লাগার প্রাথমিক চিকিৎসা করবে। জ্ঞান হওয়ার পর তাকে গরম চা বা দুধ খাইয়ে দেবে।

রাম। দাদাবাবু, কারও নাক, চোখ বা কানের ভিতরে কিছু ঢুকে গেলে কি করতে হবে ?

মহিম। আজ আর সময় নাই। কাল বলব।

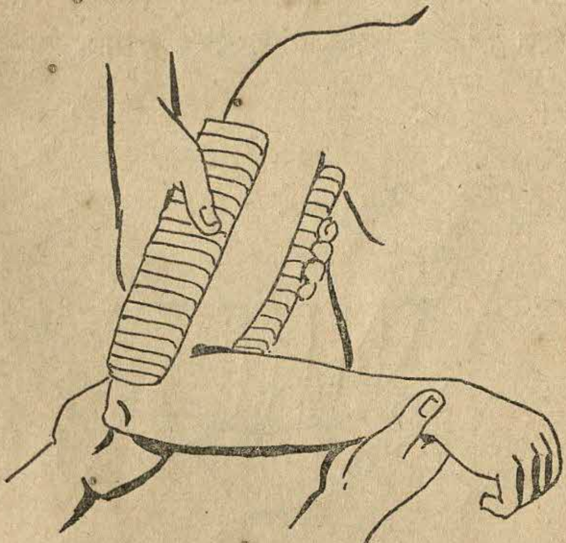
হাড় ভাঙ্গা

মহিম। নানা কারণে মানুষের হাড় ভাঙ্গে। কেউ গাছ বা গাড়ী থেকে পড়ে গেলে তার হাত-পায়ের হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। কারও শরীরের উপর দিয়ে গাড়ীর চাকা চলে গেলে বা কোনও আঘাত লাগলে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। হাড় ভেঙ্গে গেলে খুব যন্ত্রণা হয়। ভাঙ্গা জায়গাটির দু'পাশ একটু উঁচু হয়ে যায় আর মাঝখানটি একটু বসে যায়। ভাঙ্গা জায়গাটির চারদিক ফুলে ওঠে। হাত-পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে, সেই হাত বা পা-টি গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়। কখনও কখনও চামড়া ভেদ করে ভাঙ্গা হাড় বেরিয়ে আসে। তার ফলে রক্তপাত হয়।

রাম। হাড়-ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা কেমন করে করতে হয়, দাদাবাবু ?

মহিম। প্রথমে ডাক্তার ডাকতে পাঠাবে। ভাঙ্গা জায়গাটির দু'পাশে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টানবে। তারপর সেখানটি

স্পি ণ্ট দিয়ে বেঁধে ফেলবে। হাড়-ভাঙ্গার ফলে রক্তপাত হলে, প্রথমে রক্তপাত বন্ধ করবে। তারপর ক্ষতস্থানের তু'পাশ ধরে হাত দিয়ে টানবে। ক্ষতস্থানের উপর বোরিক পাউডার ছড়িয়ে, খানিকটা বোরিক তুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে ঢেকে ব্যাণ্ডেজ করে



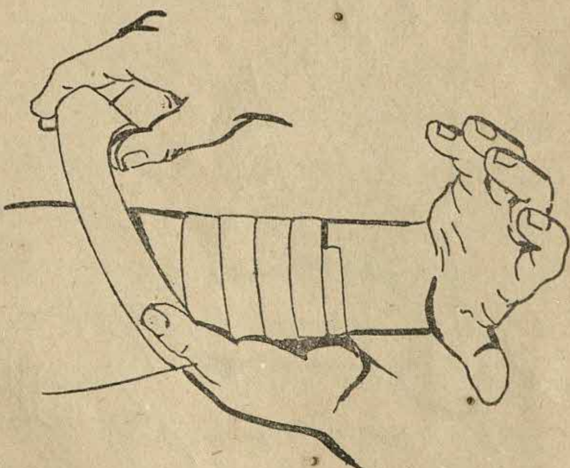
এইভাবে ভাঙ্গা হাতে স্পি্লণ্ট বাঁধতে হয়

দেবে। তারপর ক্ষতস্থানটি স্পি্লণ্ট দিয়ে বেঁধে ফেলবে।

রাম! স্পি্লণ্ট কাকে বলে, আর কেমন করে স্পি্লণ্ট বাঁধতে হয়, দাদাবাবু?

মহিম। স্পি্লণ্টকে বাংলায় 'কাঠের পাতলা বাতা' বলা

যায়। পুরু পিজ্‌বোর্ড কেটে বা বাঁশের বাতা, মানে বাঁখারি, ভাল করে চেঁছে-ছুলে নিয়েও স্প্লিণ্ট তৈরি করা যায়। কোথাকার হাড় ভেঙ্গেছে সেটা দেখে স্প্লিণ্টটি লম্বায় কতখানি হবে, তা ঠিক করতে হবে। স্প্লিণ্ট দিয়ে বাঁধার ফলে রোগী ভাঙ্গা হাত-পা মুড়তে পারে না। তাই স্প্লিণ্ট দিয়ে বাঁধা হয়। বাঁধার আগে স্প্লিণ্টটিকে বোরিক তুলো, ব্যাণ্ডেজের কাপড়, বা পরিষ্কার



ভাঙ্গা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে

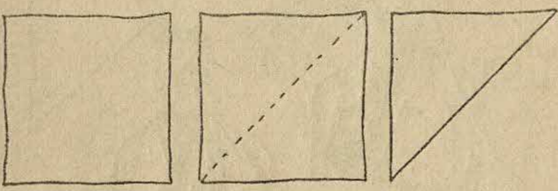
কাপড়ের টুকরা দিয়ে জড়িয়ে নিতে হবে। তা না হলে ভাঙ্গা জায়গাটির উপর স্প্লিণ্ট সমান হয়ে বসবে না। স্প্লিণ্ট বাঁধার জন্য দু'জন লোকের দরকার। একজন স্প্লিণ্টটিকে ধরে থাকবে, আর একজন সেটিকে বাঁধবে।

রাম। স্প্লিণ্ট না থাকলে কি করব ?

মহিম। হাত ভেঙ্গে গেলে, হাতটিকে ধড়ের সঙ্গে বাঁধবে। ব্যাণ্ডেজ বা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিয়ে আলগা ভাবে বাঁধবে। আলগা করে না বাঁধলে রক্ত-চলাচলের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাম। হাতের হাড় ভেঙ্গে গেলে হাতটিকে কোন কিছুর উপর ঝুলিয়ে রাখতে হবে কি ?

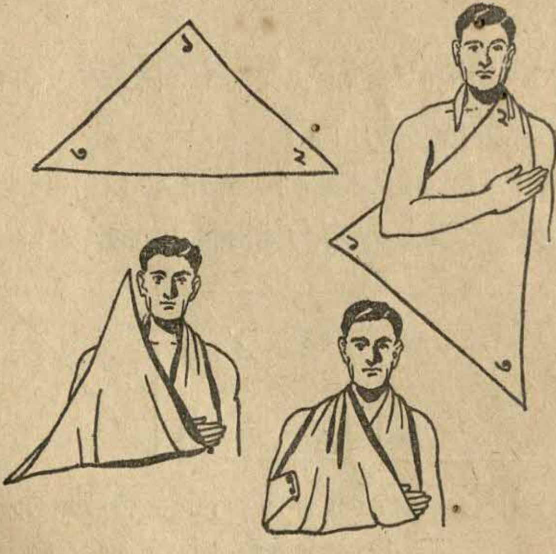
মহিম। হাঁ, রাখতে হবে। তা না হলে রোগীর খুব যন্ত্রণা হবে। স্লিংয়ের উপর হাতটিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তিনকোণা



চৌকো আকারের একটুকরা কাপড় কোণাকুণি কেটে বা ভাঁজ করে স্লিং তৈরি করবার নিয়ম

ব্যাণ্ডেজ দিয়ে স্লিং তৈরি করা যায়। ব্যাণ্ডেজ না থাকলে দু'হাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া একফালি কাপড় যোগাড় করবে। সেই কাপড় একদিক কোণাকুণি করে কাটবে বা ভাঁজ করবে। কেটে নিলে এই কাপড়ের এক-একটি ফালি দিয়ে স্লিং তৈরি করা যাবে। বুঝবার সুবিধার জন্য তোমাকে কয়েকটি ছবি দেখাচ্ছি।

ছবিগুলি দেখলেই সি্লং ঝোলান ও সি্লং তৈরি করার নিয়মগুলি সহজেই বুঝতে পারবে। বুঝবার সুবিধার জন্য সি্লংয়ের তিনটি কোণের তিনটি নাম দিচ্ছিঃ একনম্বর, দু'নম্বর, ও তিননম্বর কোণ। ধর, কারও হাত ভেঙ্গে গেছে। এখন সি্লংয়ের



এইভাবে স্লিং দিয়ে ভাঙ্গা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো হয়

একনম্বর কোণটি রোগীর ভাঙ্গা হাতের দিকে রাখ। যে হাত ভাঙ্গা নয়, সেদিকের কাঁধের উপর দু'নম্বর কোণটি ধর। এই কোণটিকে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে অন্য কাঁধটির উপর আন। এইবার সি ংয়ের মাঝখানে রোগীর ভাঙ্গা হাতটিকে রাখ। এখন তিননম্বর কোণের সঙ্গে দু'নম্বর কোণটি বাঁধ। এইবার এক-

নম্বর কোণটিকে গুটিয়ে এনে সেফ্টি-পিন দিয়ে স্লিংয়ের সঙ্গে আটকে দাও।

হাতের কব্জি ভেঙ্গে গেলে ছোট স্লিংয়ের দরকার হয়। দু'হাত লম্বা একটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ যোগাড় কর। যে হাত ভাঙ্গে



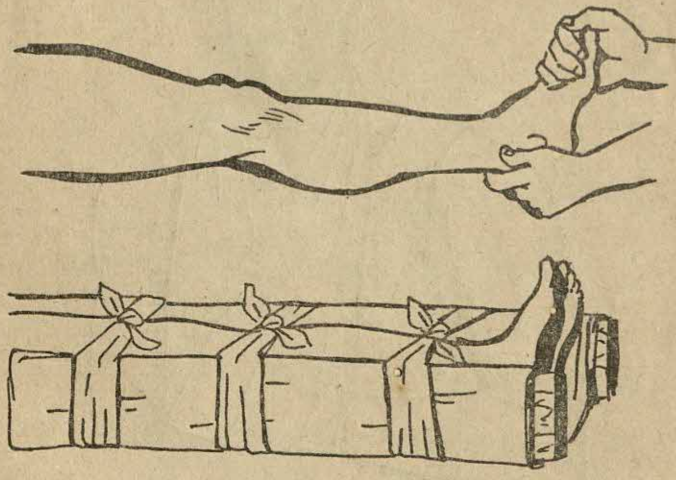
কব্জি ভেঙ্গে গেলে এইভাবে স্লিং দিয়ে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়

নাই, সেদিকের কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে অন্য কাঁধটির উপরে আন। ভাঙ্গা কব্জিটি এমনভাবে ব্যাণ্ডেজের উপর রাখ, যেন

আঙ্গুলগুলি স্লিংয়ের ভিতরেই থাকে। এইবার ব্যাণ্ডেজের দু'টি মুখ বেঁধে ফেল।

রাম। কারও পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে পা-টি ত গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়। সেটিকে কি করে সমান করা যাবে?

মহিম। এক হাত দিয়ে ভাঙ্গা পায়ের গোড়ালির নীচের দিক ধরতে হবে। অন্য হাত দিয়ে সেই পায়ের চেটোটি ধরতে হবে। তারপর স্প্লিণ্ট দিয়ে বাঁধতে হবে।



ভাঙ্গা পায়ে এইভাবে স্প্লিণ্ট বাঁধতে হয়

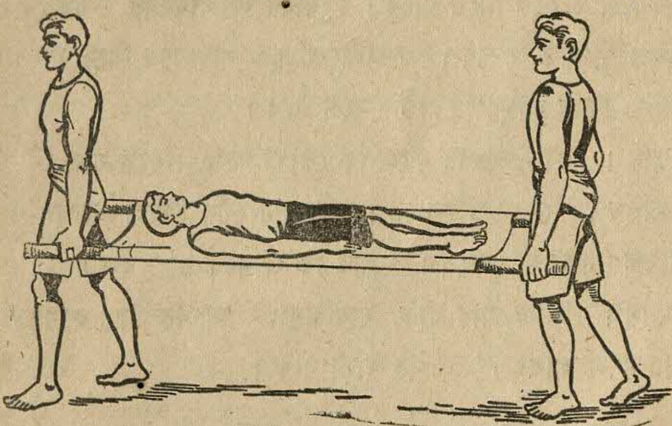
রাম। স্প্লিণ্ট দিয়ে বাঁধার আগেই পা-টি ছেড়ে দিলে চলবে না। কাজেই বুঝতে পারছ যে, স্প্লিণ্ট বাঁধতে গেলে দু'জন লোকের দরকার।

রাম। দু'জন লোক না থাকলে কি হবে ?

মহিম। অন্য পায়ের চেটোটির সঙ্গে ভাঙ্গা পায়ের চেটোটি বেঁধে ফেলবে। তারপর স্প্লিণ্ট দিয়ে বাঁধবে।

রাম। রোগীকে হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হলে কেমন করে নিয়ে যাব ?

মহিম। একটি খাটিয়া বা স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাবে।



হাড়-ভাঙ্গা রোগীকে স্ট্রেচারের উপর শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

স্ট্রেচার কি করে তৈরি করবে বল ত ? চারহাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া একফালি মজবুত চট যোগাড় করবে। সেই চটের দু'পাশ একটু করে মুড়ে এমনভাবে সেলাই করবে—যেন দু'পাশে দুটি বাঁশের লাঠি বা কাঠ ঢুকিয়ে দুটি হাতল তৈরি করা যায়। তাহলেই একটি স্ট্রেচার তৈরী হয়ে যাবে। রোগীকে কোথাও

নিয়ে যেতে হলে খাটিয়া বা স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাহলে রোগী আরামে যেতে পারে, আর বিপদের ভয় থাকে না।

রাম। হাড়-ভাঙ্গা রোগীকে উপুড় করে, না চিত করে শুইয়ে নিয়ে যেতে হয় ?

মহিম। কারও বুক বা কোমরের হাড় ভেঙ্গে গেলে তাকে উপুড় করে শুইয়ে নিয়ে যাবে। স্ট্রেচার বা খাটিয়ার উপর লেপ বা কম্বল পেতে দেবে। রোগীকে খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। কারণ, ঝাঁকুনি লাগলে রোগীর কষ্ট হবে।

রাম। হাড়-ভাঙ্গার ফলে কি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় ?

মহিম। যেতেও পারে। অজ্ঞান হয়ে গেলে দরকার-মত প্রাথমিক চিকিৎসা করবে। আর কি জানতে চাও বল।

রাম। আজ আর থাক, দাদাবাবু। অনেক রাত হয়েছে। আবার কাল আসব। এবার বাড়ী যাই।

অন্যান্য প্রাথমিক চিকিৎসা

রাম। কারও চোখে কিছু পড়লে কি করতে হবে ?

বিভাকর। তাকে চোখ রগড়াতে দেবে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের চোখে কিছু পড়লে, হাত দু'টি শরীরের সঙ্গে বেঁধে দেবে। চোখের নীচেকার পাতাটি টেনে, কি পড়েছে দেখবে। কিছু দেখতে পেলে, পরিষ্কার একখানি কাপড়ের এক কোণ

পাক দিয়ে গুটিয়ে তুলির মত করে নেবে। একে আমরা 'ফুঁপি' বলি। এইবার এই ফুঁপি দিয়ে সেটি তুলে ফেলবে। চোখের উপরের পাতায় কিছু পড়লে, পাতাটিকে সামনের দিকে টেনে ধরবে। নীচের পাতাটিকে উপরের পাতার ভিতরে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে নাড়বে। তাহলে চোখের ভিতরে যা-ই পড়ুক, বেরিয়ে আসবে।

রাম। এতে যদি না বের হয় ?

বিভাকর। তাহলে রোগীকে আলোর দিকে মুখ করে বসাবে। উপরের পাতাটি সাবধানে উল্‌টে দেবে। তারপর ফুঁপি দিয়ে সেটিকে বের করবে।

রাম। চোখের ভিতর কিছু বিঁধে গেলে কি করব ?

বিভাকর। সেটাকে টেনে বের করতে যেও না। চোখের নীচের পাতাটি টেনে ধরে চারফোঁটা মেডিসিন্যাল প্যারাফিন বা ক্যাস্টর অয়েল ঢেলে দেবে। তারপর নরম তুলো দিয়ে চোখটি ঢেকে আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

রাম। চোখে চুন পড়লে কি করব ?

বিভাকর। একভাগ ভিনিগারের সঙ্গে চারভাগ জল মিশিয়ে চোখটি ধুয়ে ফেলবে। চোখে কালি বা কয়লার গুঁড়ো পড়লেও চোখ ঐ ভাবে ধুয়ে ফেলবে ; তারপর ডিমের সাদা অংশ তুলি দিয়ে বা ফুঁপি দিয়ে লাগাবে। ভিনিগার না থাকলে ঠাণ্ডা জল দিয়েই চোখ ধুয়ে ফেলবে।

রাম। চোখে তুঁতে পড়লে কি দিতে হবে ?

বিভাকর। চোখের কোলে চারফোঁটা মেডিসিন্যাল প্যারাফিন দেবে।

রাম। কানে কিছু ঢুকে গেলে কি করতে হয় ?

বিভাকর। পোকা-মাকড় ঢুকলে, চারফোঁটা অলিভ অয়েল গরম করে কানে ঢেলে দেবে। তখন পোকাটি মরে যাবে ও ভেসে উঠবে। তারপর সেটিকে বের করবে। কানের ভিতরে কাঠি-খোঁচা কিছু ঢুকে থাকলে তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দেবে। রোগী ছোট ছেলে বা মেয়ে হলে তার হাত দু'টি শরীরের সঙ্গে বেঁধে দেবে।

রাম। নাকের ভিতর কিছু ঢুকলে কি করবে ?

বিভাকর। রোগীকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলবে। নাকের ভিতর খোঁচাখুঁচি করবে না। জিনিসটি নাকের ভিতর চেপে বসে না থাকলে রোগীকে হাঁচতে বলবে। না হলে রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবে।

রাম। রাত কটা, দাদাবাবু ?

মহিম। এগারটা।

রাম। এগারটা বেজে গেল !

বিভাকর। হাঁ। আজ যাও। আবার কাল এস।

প্রাথমিক চিকিৎসকের কয়েকটি গুণ

তুমি প্রাথমিক চিকিৎসা করতে শিখেছ। কিন্তু শুধু শিখলেই ত চলবে না। প্রাথমিক চিকিৎসকের কতকগুলি গুণ থাকা দরকার। এই গুণ যার নাই, সে কখনই ভাল প্রাথমিক চিকিৎসক হতে পারে না।

কথায় বলে :

'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়,
এই তিন যার আছে
সে কোন কাজেরই নয়।'

প্রাথমিক চিকিৎসকের লজ্জা থাকলে চলবে না। ধর, কোন যুবতী মেয়ের কাপড়ে আগুন লেগেছে। তাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শোয়াতে হবে। এখন তুমি লজ্জা করলে সে ত পুড়ে মরে যাবে। প্রাথমিক চিকিৎসকের মনে ঘৃণা এবং জাতের বিচার থাকলেও চলবে না। মুচি, মেথর সবাইকে নিজের ভাই-বন্ধু মনে করে সেবা করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসক কেবল চিকিৎসক নন, তিনি সেবক।

তাছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসককে সাহসী ও চটপটে হতে হবে। সাহসী আর চটপটে না হলে তিনি কি করে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন ? ধর, কেউ জলে ডুবে গেছে। এখন তাকে তাড়াতাড়ি জল থেকে তুলতে না পারলে বা জলে নামতে ভয় পেলে ত

চলবে না। চিকিৎসা করবার আগেই সে মরে যাবে। তাছাড়া রোগীর অবস্থা দেখে ভয়ে ঘাবড়ে গেলেও চলবে না। তাহলে যা করা দরকার, ঠিক তার উল্টোটি করে বসবে। তখন, হাজার ডাক্তার এলেও রোগীকে বাঁচাতে পারা যাবে না।

প্রাথমিক চিকিৎসকের মেজাজ খুব ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। যাঁরা হঠাৎ-রাগী, মানে, যাঁরা একটুতেই রেগে যান, তাঁরা কখনও ভাল প্রাথমিক চিকিৎসক হতে পারেন না। হঠাৎ-রাগী লোকেরা রাগের মাথায় ভুল চিকিৎসা করে ফেলতে পারেন। তাতে 'হিতে বিপরীত' হবে।

তাহলে বুঝতে পারছ,

'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, আর রাগ আছে যার,
প্রাথমিক চিকিৎসা করা সাজেনাক তার।'

শেষ কথা

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কি কি ওষুধপত্র দরকার, তা আমি আগেই বলেছি। কোন্ সময় কোন্ ওষুধের দরকার, বা কতটা দরকার, তা-ও বলেছি। প্রাথমিক চিকিৎসকের এই ওষুধপত্র কিনে রাখা দরকার। কারণ, দরকারের সময় এগুলি সঙ্গে সঙ্গে না পেলে চিকিৎসা করায় অসুবিধা হয়। এগুলির দাম এমন কিছু বেশী নয়। গাঁ থেকে কিছু চাঁদা তুলে এগুলি কিনে রাখবে। গাঁয়ের বারোয়ারী ঘরে বা অন্য কোথাও একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলবে। সেখানে এই ওষুধপত্র রাখবে। প্রতি গাঁয়ে দু'তিনজন প্রাথমিক চিকিৎসক থাকা দরকার। কারণ, কোন কারণে একজন গাঁয়ে না থাকলে, অপরে দরকার-মত প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবেন। তাহলে কাজের কোন অসুবিধা হবে না।

একটি টিনের বাক্সের মধ্যে ওষুধপত্র খুব সাবধানে রেখে দেবে। কারণ, বাইরে পড়ে থাকলে, ছোট ছেলেমেয়েরা বা আর কেউ মুখে দিতে পারে। এই ওষুধগুলির মধ্যে কয়েকটি আবার বিষ। কাজেই এগুলি খুব সাবধানে ব্যবহার করবে। দরকারের বেশী ওষুধ ব্যবহার করবে না। ওষুধ লাগাবার পর নিজের হাত সাবান-জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলবে।

একটি ধারাল ছুরি, একটি কাঁচি, কয়েকটি ব্লেড, একটি সন্না (ছোট চিমটে), খানিকটা রবারের নল, পাটের দড়ি ও খানিকটা পরিষ্কার কাপড় প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে রাখবে। প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে একটি খাটিয়া বা স্ট্রেচারও রাখা দরকার। স্ট্রেচার কিনতে না পারলে তৈরি করে নেবে। কেমন করে স্ট্রেচার তৈরি করতে হয়, তা ত তোমরা জান।

আর একটা কথা বলি। কথাটা আমি বারবার বলেছি। কথাটা খুবই দরকারী। তাই আবার বলছি। কোন দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাথমিক চিকিৎসক ডাক্তার ডাকতে পাঠাবেন। তারপর তিনি রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন। ডাক্তার আসতে দেরি হলে তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার পরই তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি যেন ডাক্তারি করতে না যান। তাতে 'হিতে বিপরীত' হবে। ডাক্তার আর প্রাথমিক চিকিৎসকের কাজ কিন্তু এক নয়। এই কথাটা সব সময় মনে রাখবে।
